Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XV Issue : I, 15th April, 2025. ১লা বৈশাখ, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। যদিও প্রাত্যহিক জীবনে বা দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষের ভূমিকা অবলুপ্তপ্রায়। আচমকা প্রশ্ন করলে অধিকাংশ বাঙালি সঠিক বাংলা মাসের নাম বলতে পারবেন না, যদিও বা পারেন তারিখ বলাটা অসম্ভব। শুধুমাত্র পয়লা ও পঁচিশে বৈশাখ এবং বিবাহ/ শ্রাদ্ধ দিবসগুলোর মধ্যেই এর আনাগোনা। তবু প্রাকৃতিক নিয়মে বৈশাখ আসে, নতুন পঞ্জিকা ঘরে ওঠে, আমরা মেতে উঠি নববর্ষের আবাহনে। এবারও পয়লা বৈশাখে আমরা সমবেত হব, সংস্থার দ্বিতলে 'বিমল চ্যাটার্জি' সভাগৃহে, নাচে গানে কবিতায় নববর্ষকে বরণ করে নিতে।

কিন্তু এখন তো উৎসবের কাল নয়। অপরের দোষে, প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বা মহামান্য আদালতের ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে হাজার হাজার যুবক যুবতী আজ কর্মহারা। যখন ভারতে নতুন চাকরি পাওয়া শুধু কঠিন নয় দুঃসাধ্য, তখন ৫ বছরের চাকরি হঠাৎ চলে যাওয়াটা কত বড় দুঃস্বপ্ন তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু এটা বাস্তব। বঙ্গেশ্বরী যতই গলাবাজি করুন না কেন, একমাত্র তিনি, তাঁর দল এবং তাঁর প্রশাসন যে এই ঘটনার জন্য দায়ী তা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কিন্তু তাতে তো আর ওই হাজার হাজার কর্মহারাদের কষ্ট কমবে না। তাদের কাছে ১৪৩২ এক দুঃস্বপ্নের বর্ষ।

কবির ভাষায়, 'বাংলার আকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা!' সারা ভারত জুড়ে চাকরি না পাওয়ার কষ্টে, এই বাংলায় চাকরি পেয়েও হারাবার দুঃখে, মূল্যবৃদ্ধির চাপে, দুর্নীতির নাগপাশে সাধারণ মানুষ হাহাকার করছে! তাদের বুকে যারা ভরসা দিতে পারত, মনে আশা জাগাতে পারত, সেই বামপন্থীরা আজ ক্রমশই ভারতীয় জীবনে, রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। কিন্তু আশা হারালে তো চলবে না।

তাই -------

'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।'

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১ এপ্রিল থেকে ২০২৫ - ২০২৬ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে।
অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ১০০/- টাকা
জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেথুন স্মরণে

মৃগেন গাঁতাইত

যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে, তেমনি তারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়েও ভাববেই। সমাজ এবং পারিপার্শ্বিকতা ভুলে শুধু জ্ঞান চর্চা সভ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারে না। আমাদের দেশেও দেখেছি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা নিত। কারাবাসে যেত, এমনকি প্রাণ দিত। বিদেশেও দেখতে পাই সুদূর কানাডায় ডা. নর্মান বেথুনকে।

ডা. নর্মান বেথুন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শল্য চিকিৎসক ছিলেন, তৎকালীন কানাডায় যক্ষা রোগের চিকিৎসায় নানা প্রকারের সার্জারির কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। রোগ সারাতে তিনি দক্ষ ছিলেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যতই চেষ্টা করুন যক্ষা রোগ তিনি দূর করতে পারবেন না, কারণ যক্ষা রোগের মূল কারণ আছে সমাজের অভ্যন্তরে দারিদ্র্যের মধ্যে। আর সেই দারিদ্রের কারণ হল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মুনাফার লোভ। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শুধু ডাক্তারি জ্ঞান দিয়ে সমাজের মনুষকে রোগমুক্ত রাখা যাবে না। সমাজের যে গভীর অসুখ তা তো ওষুধে সারবে না। তাই তিনি সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তাঁর শল্য চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে। কানাডা থেকে স্পেনে গেলেন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনগণের আন্দোলনে ডাক্তারি জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করতে। তারপরে চীনে গেলেন আরো দুর্গত চীনা মানুষদের সাহায্য করতে। সেখানে তাঁর ডাক্তারি দক্ষতাকে চীনের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করেছিলেন। দুর্গম অঞ্চলে আহত সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবস্থা করলেন 'হাসপাতালে আসার জন্য অপেক্ষা কোরো না, হাসপাতালকেই যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে নিয়ে যেতে হবে।' এইভাবে শুরু করলেন চলমান হাসপাতাল। চীনে শুরু করলেন এইভাবে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা। সার্জারি করতে করতেই হাতের আঙুল কেটে জীবাণু আক্রমণে তিনি চীনের মাটিতেই প্রাণ দিয়েছিলেন।

বেথুনকে আমাদের স্মরণ করতে হবে এবং চর্চা করতে হবে কারণ, সমাজটা এখনো রোগমুক্ত হয়নি। তাই নানা সামাজিক সমস্যায় এখনো মেধাবীরা ভাবনাচিন্তা করে এবং এগিয়ে আসে। তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হল অভয়ার ঘটনা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা।

এক দিবসীয় সেমিনার

ড. অধ্যাপক গোবিন্দ মাইতি

11.03.2025 CMIG-তে একটি একদিনের সেমিনারে আমি যোগদান করেছিলাম। প্রথমে Dr. Indrani Chakravarty অল্পকথায় সেমিনারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। আজকাল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অনেকেই ডায়বেটিকের সমস্যায় জর্জরিত। তাই এই বৃদ্ধ বয়সে কিভাবে সুস্থ থাকা যায় সেটাই

আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা করেন Mrs Ritushree Sen, Mrs Kalpana Roy and Dr. Sreelata Roy Chowdhury Diabetes কনট্রোল রাখতে সঠিক খাদ্য তালিকা মেনে চলতে হবে। সবুজ শাকসব্জী, স্যালাড, দুধ, দই বেশী খাওয়া প্রয়োজন। চিনি অথবা চিনি জাতীয় খাবার ত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিশারদের কাছ থেকে একটি সঠিক খাদ্যতালিকা বানিয়ে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার সাথে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। প্রত্যহ চল্লিশ মিনিট হাঁটা সুগার লেভেলকে ঠিক রাখবে। ভবিষ্যতে Bethune Institute-এ একদিন আলোচনা সভা করা যেতে পারে।

খাদ্য তালিকা–

ভোরবেলা- দুধ চিনি ছাড়া চা, ২টি বিস্কুট

প্রাতরাশ- ২টি রুটি, ১কাপ সব্জিডাল

মধ্যসকাল- একটি মৌসুমি ফল (কলা, কমলা, আপেল, পেঁপে)

মধ্যাহ্ন ভোজ- ১ কাপ ভাত, ২টা রুটি, এক টুকরো মাছ, ১/২ কাপ দই, স্যালাড।

সন্ধ্যাবেলা- চিনি ছাড়া চা, উপমা/মাখনা।

রাতের খাবার- ২টি রুটি, ১ কাপ ডাল, ২ টুকরো মুরগী মাংস।

ঘুমানোর আগে- ১ কাপ দুধ।

---

১৩ মার্চ ২০২৫ ডা. নর্মান বেথুনের জন্ম বার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রতিবেদক : স্নেহাংশু চাকদার

১৩ মার্চ ২০২৫ ডা: নর্মান বেথুনের জন্ম বার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ

১৩ মার্চ ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টায় ডা: নর্মান বেথুনের জন্ম বার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি সনৎ লাহিড়ী।

গৌতম রায়চৌধুরী (সন্তোষপুর) ও সীমা চ্যাটার্জীর যৌথ সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

গত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সভার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সদস্য ও যে সকল শুভানুধ্যায়ী-এর জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের তালিকা পাঠ করেন স্নেহাংশু চাকদার এবং তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি পেলব মুখার্জী অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্নেহাংশু চাকদার।

প্রতি বছরের মত এবছরও সম্মাননা জানানোর জন্য অধ্যাপক ড. গোবিন্দ মাইতি, ছায়া মুখার্জী ও নমিতা মিত্র-কে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য ছায়া মুখার্জী ও নমিতা মিত্র উপস্থিত হতে পারেননি। অধ্যাপক ড. মাইতি-কে মঞ্চে আহবান জানান সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী। সম্পাদক ড. মাইতির জীবনপুঞ্জী পাঠ করেন। তাঁকে উত্তরীয়-মানপত্র ও ফুলের স্তবক দিয়ে সম্মাননা জানান সভার সভাপতি সনৎ লাহিড়ী।

পরবর্তীতে ড. মাইতি সংস্থার কাজের কথা

উল্লেখ করে বলেন 'সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষের উন্নয়নকল্পে যে কাজ সংস্থার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তা এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমি সব সময় আপনাদের পাশে থাকছি ও থাকব।' ছায়া মুখার্জী ও নমিতা মিত্র এর জীবনপঞ্জী পাঠ করার পর সম্পাদক বলেন বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সম্মাননা জানানো হবে।

বেথুনের আর্দশে উদ্বুদ্ধ বর্ষিয়ান ডা: মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন বক্তব্য রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না তাই বেথুনের স্মরণে আমার লিখিত বক্তব্য পাঠ করবেন ডা: হীরালাল সামন্ত। পরবর্তীতে ডাঃ হীরালাল সামন্ত ডা: মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত এর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী সংস্থার বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল সেই লক্ষে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আগামী ২৪ মার্চ বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কম: হরিদাস মালাকার-এর স্মরণে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলবেন।

তাছাড়া আগামী ১ বৈশাখ ১৪৩২ (১৫ এপ্রিল, ২০২৫) জয় ইউনিয়নের সাথে যৌথ উদ্দ্যোগে মিলন উৎসব পালন করা হবে। আপনাদের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করার আহবান জানানো হচ্ছে।

পরবর্তীতে গৌতম রায়চৌধুরী (সন্তোষপুর) সঙ্গীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সুরশ্রীর শিল্পীবৃন্দ কৃষ্ণা হালদার, ঝুমা সরকার, মানষী দাস, রঞ্জনা মুখার্জী, শতরূপ দাস, দীপান্বিতা দাশগুপ্ত প্রমুখ যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তি করেন পুতুল মৈত্র, গাজী মহম্মদ আবুবকর, কানাই লাল পালোধি। একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিপ্রা ব্যানার্জী, সর্বাণী সাহা।

সবশেষে সুরশ্রীর শ্রুতি নাটক [পরিচালনায় ডা: কৃষ্ণা হালদার] অনুষ্ঠিত হয়।

সনৎ লাহিড়ীর ধন্যবাদ-জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নববর্ষ ১৪৩২

মৃণাল দত্ত

প্রতিদিনের নিত্য কোলাহলে দিন যায়
বছর ফুরিয়ে নতুন বছর আসে
চৈত্র সেলের চিৎকৃত সন্ধ্যা শেষে।
সেখানে শিশিরের নিঃশব্দ পতন নেই
অগনিত মানুষের হৈ চৈ, ফুটপাতে
ফুচকার পরিত্যক্ত দোয়া চেটেফুটে খায়
ক্ষুধার্ত কুকুর। পাশে তার
ছিন্ন মলিন পোশাকে আমার ভাই বোন
অবাক চোখে দেখে যায় উৎসবের সন্ধ্যারাত্রি।
সব অপমান গ্লানি কি ফেলে আসি
পুরাতন বৎসরের বিদায় বেলায়?
মন্দিরে মন্দিরে খেরোর লাল খাতা গুছিয়ে
ব্যবসায়ীরা পূজার থালায় অর্ঘ সাজায়
আমরা বেকার জীবনের প্রান্তিক সময়ে
লুব্ধ চোখে আনন্দ দেখি অমাবস্যা জীবনে
কর্মহীন হতাশায় শুয়ে থাকি
পিতামহের পরিত্যক্ত শরশয্যায়।

উদীয়মান সূর্যের দেশে

সমীর কুমার ঘোষ

ভারতের আকাশে প্রথম সূর্যালোকের দেখা পাওয়া বা "উদীয়মান সূর্যের দেশে" যাবার সুযোগ পেয়ে আমরা ৭০ জনের এক বিশাল দল চলেছি সাউথ ক্যালকাটা মাউন্টেন লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে অরুণাচলে। সালটা ২০০৫-এর এপ্রিল মাস। গন্তব্য অরুণাচলের তাওয়াং যার উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে ভূটান আর পূর্বে মিয়ানমার। তিন তিনটে বিদেশী রাষ্ট্র একে ঘিরে রেখেছে। সুইজারল্যান্ডের সৌন্দর্যকেও হার মানানো ছবির মত উপত্যকাটিকে কয়েক দিনের জন্য নিজেদের দখলে রেখেছিল চীনা ফৌজ ১৯৬২ সালে। হৃদয় দোলান এমন একটি পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণের সুযোগ পেলে কে না যেতে চায়।

১৬ শতকে অসমের রাজারা এই অঞ্চলটির কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল। ১৮২৬ সালে অসম ব্রিটিশ ভারতের অংশে পরিণত হয়, কিন্তু ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত অঞ্চলটিকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনার তেমন কোন প্রচেষ্টা ছিলনা। ১৯১২ সালে অঞ্চলটি অসমের একটি প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় North Eastrn Frontier Tract (NEFT)। ১৯৫৪ সালে পুনরায় এটির নাম বদলে North East Frontier Agency (NEFA) রাখা হয়। ব্রিটিশেরা হিমালয়ের শীর্ষরেখাকে সীমান্ত হিসাবে প্রস্তাব দিলে চীনারা তা প্রত্যাখান করে। ব্রিটিশ প্রস্তাবিত এই রেখাটি ম্যাকমোহন লাইন নামে পরিচিত। বর্তমানে এটিই কার্যত ভারত-চীন সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃত। ১৯৪৭ সালে চীন প্রায় সম্পূর্ণ অরুণাচলের উপর কর্তৃত্ব দাবী করে। ১৯৬২ সালে চীনা সেনা ম্যাকমোহন রেখা অতিক্রম করে সাময়িকভাবে ভারতের সীমান্ত ঘাঁটিগুলি দখল করে। এরপর বহুবার সীমান্ত বিবাদ সমাধানের চেষ্টা হলেও আজও কোন সমঝোতা হয়নি। ১৯৭২ সালে অঞ্চলটি অরুণাচল প্রদেশ ইউনিয়ন অঞ্চলে পরিণত হয় এবং ১৯৮৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে নতুন নামকরণ হয় অরুণাচল প্রদেশ।

হাওড়া স্টেশন থেকে সরাইঘাটা এক্সপ্রেসে চেপে গুয়াহাটি স্টেশনে নামলাম সকাল ১০.৪৫ মিনিটে। ১০ মিনিট হাঁটা পথে পল্টন বাজারে গীতাঞ্জলি ও ত্রিমূর্তি ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে আমাদের জায়গা হল। গীতাঞ্জলির একটি ঘরে আমি, দীপক সরকারদা আর প্রণব নাগদা উঠেছি। কয়েক ঘন্টা থেকে রাত্রি ৮টা নাগাদ আমরা রওনা হব তেজপুর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে বাস পাল্টে যাব তাওয়াং। স্নান ও আহার পর্ব শেষ হলে বেড়িয়ে পড়লাম কামাখ্যা মায়ের মন্দির দর্শনে। গুয়াহাটি শহরের পশ্চিমাংশে নীলাচল পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে বাস ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকে। রাস্তার ধারে শাল, শিমূল, জারুল ও কৃষ্ণচুড়া গাছ চোখে পড়ছে।

পৌনে তিনটেয় বাস থামাল ৮ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিন শিখরের নীলাচল পাহাড় চূড়ায় কামাখ্যা মন্দিরের পার্কিং জোনে। উচ্চতা প্রায় ৫২৫ ফুট। উচ্চতা বেশি না হলেও চারিদিক বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম। মন্দিরের দরজা বন্ধ। খুলবে তিনটায়। সুতরাং সামান্য অপেক্ষা। মন্দিরের আশপাশ বসতি, হোটেল ও দোকান ঘরে ঘেরা। দোকানীরা বিভিন্ন পসরা ও পূজা উপকরণের ডালি সাজিয়ে ভক্তের অপেক্ষায়।

তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান কামাখ্যা মন্দির প্রসঙ্গে সামান্য

আলোচনা না করলেই নয়। এটি ৫১ সতীপীঠের অন্যতম। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দেবী সতীর গর্ভ ও যোনি এখানে পড়েছিল। সেজন্য দেবী কামাখ্যাকে উর্বরতার দেবী বলা হয়। এই মন্দির চত্বরে দশমহাবিদ্যাসহ মোট ত্রিশ দেবীর মন্দির রয়েছে। কামাখ্যা মন্দিরের চারটি কক্ষ রয়েছে– গর্ভগৃহ ও তিনটি মণ্ডপ। গর্ভগৃহটি পঞ্চরথ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। মন্দিরের চূড়াগুলি মৌচাকের আদলে গড়া হয়েছে। রয়েছে ৭টি চূড়া, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ৩টি স্বর্ণকলস তার উপর সোনার তৈরি ত্রিশূল। মধ্যভারতীয় মন্দিরের আদলে নির্মিত খোদাই চিত্র মন্দির গাত্রে দেখা যায়। হিন্দু দেব-দেবীরা মূর্ত হয়েছেন দেওয়াল জুরে। এমনকি হস্তী পৃষ্ঠে মন্দির স্রষ্ঠা বিশ্বকর্মা, দাড়িগোঁফওয়ালা শিবও রয়েছেন মন্দিরে। গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ বা মূর্তি নেই। গর্ভগৃহটি ছোট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরু খাড়াই সিঁড়ি পেরিয়ে নীচে নামতে হয়। ভিতরে ঢালু পাথরের একটি খণ্ড আছে যেটি যোনি আকৃতিবিশিষ্ট। এটিতে একটি গর্ত দেখা যায়। ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল বেড়িয়ে এই গর্তটি সবসময় ভর্তি রাখে সেজন্য এটিকে বলা হয় 'দেবীকুন্ড'। অম্বুবাচীতে দেবী ঋতুমতী হন। জলেরও রঙ বদলে হয় লাল। অম্বুবাচীতে মহাসমারোহে উৎসব হয়। এসময় বিবিধ বলির ব্যবস্থা থাকে যেমন– মহিষ, ছাগ, মেষ ইত্যাদি। অম্বুবাচীতে ৩ দিন মন্দির বন্ধ থাকে। পূর্বোক্ত যোনি আকৃতি শিলাখণ্ডটিকে দেবী কামাখ্যা জ্ঞানে পূজা করা হয়।

প্রাগজ্যোতিষপুরের দৈত্যরাজ নরকাসুর পুরাকালে মন্দিরটি গড়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে, ঐতিহাসিকরা বলেন– আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণ করার সময় (১৪৯৮ খ্রি.) এই মন্দিরটির ব্যাপক ক্ষতি করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন– সুলেমান কিরানির সেনাপতি কালাপাহাড় এই মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে সংস্কারের কাজে হাত দেন। এঁর সুযোগ্যপুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দিরটির পুনঃনির্মাণ কাজ শেষ হয়। পরে অহোম রাজারা মন্দিরটিকে আরও বড় করে তোলেন। অন্যান্য মন্দিরগুলিও পরে নির্মিত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে, কোচবিহার রাজপরিবার দেবী কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন দেবীর নির্দেশে।

কামাখ্যা মাকে প্রণাম জানিয়ে গেলাম শ্রীবালাজী মন্দির ও শ্রীমন্ত শংকরদেবের কলাভবনে। তিরুপতির শ্রীবালাজী মন্দিরের আদলে শ্বেত পাথরের কয়েকটি মন্দির তৈরী হয়েছে। সন্ধ্যায় নিয়ন আলোয় মন্দিরগুলি ভারী সুন্দর দেখায়। এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে প্রবেশ করি মধ্যযুগের কবি-নাট্যকার এবং সমাজ সংস্কারক শ্রীমন্ত শংকরদেবের নামে নামাঙ্কিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে, এটি গুয়াহাটির একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। আসামের সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য কমপ্লেক্সটিতে রাজ্যের ইতিহাস এবং গৌরবময় অতীতের একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের গৌরবময় সংস্কৃতির প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কেন্দ্র। ১৯৯০ সালে এটি নির্মিত। এখানে একটি যাদুঘর, লাইব্রেরী ও আর্ট গ্যালারী রয়েছে। স্বল্প সময় প্রদর্শনশালাটি এক ঝলক দেখে ফিরে আসি হোটেলে।

ব্যাগ-পত্তর গুছিয়ে রাত্রি ৮টা নাগাদ সবাই হাজির হই বাস স্ট্যান্ডে। এখান থেকে বাস নিয়ে যাবে তেজপুরে। ৮.৫০ মিনিট নাগাদ দুটো বাস ছাড়লে ২০/২৫ মিনিট পর জানা গেল দু'জন সহযাত্রী বাসে উঠতে পারেননি। সুতরাং পথে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, ফোনে যোগাযোগের পর হারিয়ে যাওয়া যাত্রীরা এসে পৌছলেন প্রায়

১ঘণ্টা পর। অন্ধকার ভেদ করে সারারাত গাড়ি ছুটিয়ে রাত্রি ৩টেয় পৌঁছে ছিল তেজপুরে। গুয়াহাটি থেকে তেজপুরের দূরত্ব ১৯০ কি. মি.। চা-বাগান ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে তেজপুরে। সময়াভাবে কিছুই দেখা হল না। এখান থেকে বাস বদল করে যেতে হবে ৬০ কি. মি. দূরে ভালুকপঙে। রাত্রি ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ একটা বাস এলে তাতে দলের বেশ কয়েকজন যাত্রী যাত্রা করেন ভালুকপঙের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় বাসটি আসে ভোর ৫টায়। আমি ২য় বাসের যাত্রী। ১৯৬২-তে চীনের আগ্রাসনের আঁচ লাগে তেজপুরের অদূরে গহপুরে।

ভালুকপঙের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ে ভোর ৫টা ২০ মিনিট নাগাদ। ভোরের কুয়াশা মাখা মৃদু আলোয় পথ শোভা উপভোগ করতে করতে পথ চলা। রাস্তা বেশ ভাল, সহজ সরল, মসৃণ। দূরে পাহাড় ও সবুজ অরণ্যে ছাওয়া ভালুকপঙের আরণ্যক পথ ভারী সুন্দর। এক সময় রাস্তার দু'ধারে ঘন জঙ্গল ছিল তা বেশ বোঝা যায়। নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদনের ফলে জঙ্গল সরে গেছে। হিমালয়ের পাদদেশে শোণিতপুর জেলায় অবস্থিত বন্যজন্তু সংগ্রহালয় ১৭৫ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত সোনাই ও রূপাই অরণ্যের উপর দিয়ে পথ গিয়াছে অসম ও অরুণাচল রাজ্যের সীমান্ত শহর ভালুকপঙে। ভালুকপঙ অসমের সীমায় ও অরুণাচলের অকা পর্বতমালার পাদদেশে এবং নীল খরস্রোতা দামাল নদী জিয়াভরলি অর্থাৎ জীবন্ত নদীর তীরে এক মনোরম প্রাকৃতিক শোভার মাঝে অবস্থান করছে। 'জিয়াভরলি' নদী অরুণাচলে 'কাসেং' নামে পরিচিত। স্থানটির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০৩ ফুট। ভালুকপঙ বান রাজার নাতি ভালুকের এক সময় রাজধানী ছিল, সেজন্য এরকম নাম হয়েছে। পাহাড়ের উপর পৌরাণিক যুগের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। ভালুকপঙের অসামান্য সৌন্দর্যের টানে ফি বছর শীতে বহু মানুষ আসেন নদীর তীরে পিকনিক করতে।

দেখতে দেখতে বাস এসে দাঁড়ায় ভালুকপঙ ট্যুরিস্ট লজের সামনে। তেজপুর থেকে এখানে পৌঁছতে সময় লাগল মাত্র ১ ঘণ্টা। জিয়াভরলি নদীর তীরে ট্যুরিস্ট লজটি গড়ে উঠেছে। কয়েকটি ঘর নিয়ে দ্বিতল ট্যুরিস্ট লজ। সামনে দু'পাশে সীমানা বরাবর গোটা দশেক কটেজ। ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারলেই দেখা যায় নদী। এখানে 'জিয়াভরলি' আর কয়েক কদম এগিয়ে অসম সীমান্ত পার করে অরুণাচলে পা দিলেই হয়ে যাবে 'কাসেং'। ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে ঘরের ব্যবস্থার পর ডাক পড়ে প্রাতঃরাশের। আমি, দীপকদা আর নাগদা এক ঘরে রয়েছি। দুপুরে আহার পর্ব শেষে বেড়িয়ে পড়ি জিওভারলি দর্শনে। নদীর পার ধরে কিছুটা হাঁটা। জল কম। স্বচ্ছ জল। হাঁটু অবধি জল। স্রোত আছে। প্যান্টগুটিয়ে জলে নেমে পড়ি, বেশ লাগে। নদীর তীরে জমে আছে নানা বর্ণের নুড়ি, সংগ্রহে রাখার মত। নদীর এক পাড়ে লজের সীমানা। অপর পাড়ে জঙ্গলময় পাহাড়ের দেওয়াল। রাতে এদিকে কখনও সখনও হাতি আসে। বিকেলের দিকে রাজ্য সীমানা গেট পেরিয়ে প্রবেশ করি অরুণাচলে। অবশ্য গেট পার হবার সময় প্রহরারত কর্মীদের বলে নিই। এদিকে বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। চা, স্ন্যাক্স পাওয়া যায়। একটু বসি, পরে ফিরে আসি ট্যুরিস্ট লজে। সন্ধ্যায় চা পর্ব চুকিয়ে লজের লনে আসতে দেখি সামনের পাহাড়ের মাথার উপর থেকে উঁকি মারে পূর্ণিমার চাঁদ। নাগদার ইচ্ছা আজ সন্ধ্যাটা জ্যোৎসনায় বসে গল্প করব। অতএব তিনজন বসে পড়ি সবুজ ঘাসের উপর। আমাদের দেখে আরও অনেকে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে এদিক ওদিক বসে পড়েন চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় গা এলিয়ে। দেখতে দেখতে নির্জন নদী পাড়ে, বনভূমিতে চাঁদ ওঠে মাথার উপর। (ক্রমশ)

রঞ্জন মৈত্র

২৭/০৭/১৯৪৬ – ১৯/০৪/২০২২

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছে নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছে গোপনে।

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam RoyChowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam RoyChowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in